The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 5-6 No. 9-12 February to August 2012-2013 Page 59-68 Published on February 2015 by the Registrar, Dhaka University ISSN-2075-3098

বাংলা শব্দ গঠনে যুক্ত উপসর্গের অর্থবোধ : প্রায়োগার্থিক দৃষ্টিকোণ

খন্দকার খায়রুন্নাহার
সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : tanna.khandker@gmail.com

Abstract:
upɔsɔrgɔ- a type of grammatical prefix or derivational morphological marker- is actively used to form new words in Bengali. In traditional grammar of this language upɔsɔrgɔ is considered meaningless grammatical category, but has the potential to change the meaning of the words to whom it is attached to. This present paper provides a pragmatic view which is different from that of traditional grammar and explains that upɔsɔrgɔ possesses meaning since in course of time it is used with the word category of a sentence to denote a specific communicative context. With a view to probing this hypothesis the author here cites many examples of words formed with upɔsɔrgɔ from real life Bengali communicative environment.

Key words: *Prefix; Semantic level; Traditional Grammer; Pragmatic*

মানব ভাষার বিভিন্ন উপাদানের নিয়ত বিবর্তমান পরিস্থিতিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করে ভাষাবিজ্ঞান। তাই বাংলাসহ পৃথিবীর সকল ভাষার ধ্বনি, রূপ, বাক্য, বাগর্থ ও প্রয়োগার্থস্তরের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সূত্রে এর প্রকৃতি, বিশেষত্ব, বিবর্তনসহ সকল কিছুই এই জ্ঞান শাখায় বিশ্লেষণ সম্ভব। বাংলাভাষার রূপগতস্তরের অন্যতম আলোচ্য বিষয় উপসর্গ যা রূপতাত্ত্বিক বিবেচনায় বদ্ধ রূপমূল (bound morpheme) হিসেবেই পরিচিত। আবার ভাষাবিজ্ঞানের চারটি মৌলিক স্তরের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আর্থস্তর বা বাগর্থস্তরের (semantic level) দৃষ্টিকোণ থেকেও এই বিষয়টি বিশ্লেষণের সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি, এই বাগর্থস্তরের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিকে ধারণের কারণেই উপসর্গগুলোর এক ধরনের প্রায়োগার্থিক ব্যাখ্যা-যোগ্যতা দাঁড়িয়ে

যায়। কারণ বাংলাভাষীরা তাদের দৈনন্দিন যোগাযোগ-প্রতিবেশে ব্যবহারের কারণে এগুলোকে ধারণকারী শাব্দিক উপাদানের সহজেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থময়তা ঘটে, যার অনেকাংশ পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট উপসর্গটিও ধারণ করে। বর্ণনামূলক এই প্রবন্ধে কতিপয় বাংলা উপসর্গ আলোচনা প্রসঙ্গে এর ভেতরগত প্রায়োগার্থিক রূপটিকে উন্মোচন করা হয়েছে।

১. প্রথাগত ব্যাকরণে উপসর্গ

সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে গড়ে ওঠা স্কুল-পাঠ্য বাংলা ব্যাকরণই প্রথাগত ব্যাকরণ নামে পরিচিত। পার্বতীচরণ (১৯৯৮) আমাদের অবহিত করছেন যে, আর্য ভাষার প্রথমস্তরে উপসর্গগুলো স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হলেও বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে এগুলো মূল শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপসর্গ বিষয়ে পার্বতীচরণের উপরিউক্ত মূল্যায়ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় আর্যভাষা উপ-পরিবারের সক্রিয় সদস্য বাংলাভাষায়ও এই উপসর্গগুলি বাক্যে স্বাধীন শব্দ হিসেবে নয়, বরং শব্দাংশ রূপেই শব্দের আদি অবস্থানে বসে এর নতুন অর্থগত ব্যঞ্জনা দান করে। তাই বাংলাভাষায় উপসর্গের সাধারণ সংজ্ঞার্থ হিসেবে বলা যায়- যে সব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে তা-ই উপসর্গ। উপসর্গের এই প্রথাগত ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন বাঙালি বৈয়াকরণ ও পণ্ডিত একে নানাভাবে সংজ্ঞার্থ প্রদানে সচেষ্ট হয়েছেন। আলোচনার সুবিধার্থে এরকম সংজ্ঞার্থ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৮৯: ১৭০) মতে,

সংস্কৃতে কতকগুলি অব্যয়শব্দ আছে, এগুলি ধাতুর পূর্বে বসে এবং ধাতুর মূল ক্রিয়ার গতি নির্দেশ করিয়া উহার অর্থের প্রসার, সঙ্কোচ বা অন্য পরিবর্তন আনয়ন করিয়া দেয়। এই অব্যয়গুলির মধ্যে কতকগুলি আবার নাম শব্দের সহিত কারকের সম্বন্ধকে বিশেষভাবে প্রকাশিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই রূপ অব্যয় শব্দকে উপসর্গ (prefix) বলে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (২০০৩: ১১০) বলেন,

প্র, পরা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ধাতুর পূর্বে বসিয়া একই ধাতুর নানাবিধ অর্থ প্রকাশ করে, ইহাদিগকে উপসর্গ বলে।

মুহাম্মদ এনামুল হক (১৯৫৩: ২৭) উপসর্গের সংজ্ঞার্থে বলেছেন,

যে সকল অব্যয় শব্দ নাম শব্দের পূর্বে বসিয়া শব্দগুলির অর্থের সঙ্কোচন, সম্প্রসারণ বা অন্য কোন পরিবর্তন সাধন করে, ঐ সকল অব্যয় শব্দকে বাংলা ভাষার উপসর্গ (prefix) বলে।

মুনীর চৌধুরীর ও অন্যান্যর (২০০১: ৮) মতে,

বাংলাভাষার এমন কিছু অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলি অন্যশব্দের আগে বসে। ভাষায় ব্যবহৃত এসব অব্যয় সূচক শব্দাংশেরই নাম উপসর্গ।

উল্লেখিত সংজ্ঞার্থসমূহের আলোকে উপসর্গের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলা যায়:

ক. পদগত পরিচয়ে উপসর্গ এক ধরনের অব্যয় হিসেবে বিবেচিত যা কখনও ক্রিয়ামূলক আবার কখনও নামশব্দের আদি অবস্থানে প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

খ. এগুলি মূলত কতকগুলি অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি এবং ভাষায় এদের স্বাধীন ব্যবহার নেই।

গ. স্বাধীন ব্যবহার না থাকলেও যে সব শব্দের পূর্বে বসে, সেগুলির সাহায্যে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথাগত বৈয়াকরণগণ শব্দের অর্থময়তা বা এগুলোর নতুন অর্থ নির্মাণ, প্রচলিত অর্থের রূপান্তর ও সম্প্রসারণের সাথে উপসর্গের ভূমিকাকে সম্পর্কিত করেছেন।

১.১ উপসর্গের প্রথাগত শ্রেণিকরণ

প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে উপসর্গগুলির পূর্ণ শাব্দিক পরিচয় বা অস্তিত্ব না থাকলেও এদের এক ধরনের শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। এই বিভাজনের মানদণ্ডটি উৎসগত। তবে এই মানদণ্ডটি উপসর্গের নিজের নয়, বরং যার সাথে প্রযুক্ত হচ্ছে সেই শাব্দিক উপাদানের উৎপত্তি বিচারেই এর নিজের পরিচয়টি নির্ণীত হয়। এই উৎস মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা বাংলা ভাষায় প্রচলিত সমুদয় উপসর্গের নিম্নলিখিত তিন ধরনের শ্রেণি নির্দেশ করেছেন। এগুলো হল-

ক) বাংলা উপসর্গ

খ) সংস্কৃত উপসর্গ

গ) বিদেশি উপসর্গ

এই প্রবন্ধে যেহেতু প্রচলিত বাংলা উপসর্গেরই আভিধানিক এবং প্রসঙ্গনির্ভর অর্থবোধ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাই এখানে শুধু বাংলা উপসর্গগুলো নির্বাচন করা হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৯:১৭০) উপসর্গের আলোচনায় ১২টি বাংলা উপসর্গের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল– অ,আ, অনা,কু,দর,নি/নির/নিশ, পাত/পাতি,বি/বে,ভর/ভরা,স,সু,হা।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বাঙ্গালা ব্যাকরণ গ্রন্থে (২০০৩:১১২) ১৩টি বাংলা উপসর্গের নাম পাওয়া যায়। যথা– বে,গর,অন,অনা,আ,হা,না,নি,লা,ব,ফি,পাতি,রাম। মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্য (২০০১:৭০)-এর মতে বাংলাভাষায় প্রচলিত বাংলা উপসর্গের সংখ্যা ২১টি।যথা– অ, অঘা, অজ, অনা ,আ, আড়, আন, আব, ইতি, ঊন, কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

এ বিষয়ে আমাদের বিবেচনা হচ্ছে এই যে, যে উপসর্গগুলি বাংলা ভাষায় প্রচলিত তৎসম বা বিদেশি শব্দ ছাড়া অন্যান্য অতৎসম শব্দের সাথে ব্যবহৃত হয় তা বাংলা উপসর্গ নামে পরিচিত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মত পর্যালোচনা করে দেখা যায় বাংলা শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত বাংলা উপসর্গের সংখ্যা ২৩টি।

২. উপসর্গ : রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

২.১ বদ্ধ রূপমূল হিসেবে উপসর্গ ও এর অর্থবোধ

রূপতত্ত্ব মূলত ভাষার বিভিন্ন রূপমূল বা শাব্দিক উপাদান যথা-মুক্ত ও বদ্ধরূপমূলের গাঠনিক বিন্যাসের অন্তর্নিহিত রূপটি বিশ্লেষণ করে। সে বিচারে বাংলা উপসর্গগুলোও রূপমূলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য, কেননা এগুলি বাংলা ভাষায় বদ্ধরূপমূলের চারিত্রকে ধারণ করে। তবে এ ধরনের বিশ্লেষণের পূর্বে রূপমূলের সংজ্ঞার্থ প্রদান বাঞ্ছনীয়। এতে করে একদিকে রূপমূলের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য যেমন উন্মোচিত হবে, তেমনি উপসর্গের রূপমূলগত পরিচয়টিও শ্রেণিকৃত করা যাবে।

নাইডা-র (Nida, 1965 : 6) মতে, ন্যূনতম অর্থযুক্ত ভাষিক উপাদানই রূপমূল। এই ক্ষুদ্র ও সরল সংজ্ঞার্থটি বহুল ব্যবহৃত হলেও এটিই ভাষিক রূপমূলের চারিত্র উন্মোচনের জন্য শেষ কথা নয়। কেননা, গঠন প্রকৃতি ও অর্থদ্যোতনার ভিত্তিতে রূপমূলকে আবার মুক্ত বা স্বাধীন (free morpheme) রূপমূল এবং বদ্ধ (bound morpheme) রূপমূল

– এ দুটি শাখায় বিভক্ত করা যায়। এ বিবেচনায় বাংলা ভাষায় উপসর্গ নামধারী শব্দাংশগুলিও বদ্ধ রূপমূল, যেহেতু এগুলি

১) মুক্ত শব্দ নয়, বরং শব্দাংশ রূপে অন্য মুক্ত শব্দের আদিতে বসে।
২) স্বাধীন অর্থ না থাকলেও যে শব্দের সাথে যুক্ত হয় তার আদি অর্থকে পরিবর্তিত করে নতুন অর্থ তৈরি করে।

সর্বোপরি, উপরিউক্ত দুটি বৈশিষ্ট্যই বাংলা উপসর্গগুলিতে প্রকট যা বদ্ধ রূপমূলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি, রূপতাত্ত্বিকভাবে বদ্ধ রূপমূল পরিচয়ধারী এই উপসর্গগুলি শব্দাংশ হয়েও এক প্রচ্ছন্ন অর্থময়তাকে ধারণ করে যার ফলে এরা প্রযুক্ত বিভিন্ন শাব্দিক উপাদানের অর্থবোধকে স্পষ্ট ও পরিপূর্ণ করে তুলে।

২.২ *অর্থবোধ ও উপসর্গের সাধিত রূপমূলতা*

রূপমূলতত্ত্বে রূপমূল গঠনে মুক্ত ও বদ্ধ রূপমূলের সংযুক্তির ফলে নবগঠিত রূপমূলে যে ব্যাকরণ বা পদগত পরিবর্তন ঘটে তাকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়

১. সম্প্রসারিত রূপমূল (inflectional morpheme)

২. সাধিত রূপমূল (derivational morpheme)

রূপমূলের উপরিউক্ত বিভাজনের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা উপসর্গগুলি এক ধরনের সাধিত রূপমূল। কেননা, এই উপসর্গ বা আদ্যপ্রত্যয় মুক্তরূপমূলের সাথে যুক্ত হয়ে সাধিত রূপমূল গঠন করে এবং এদের মধ্যে নতুন বা সম্প্রসারিত অর্থদ্যোতনা তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা 'হার' শব্দের আভিধানিক অর্থ খুঁজলে এর দুটি অর্থের পাওয়া যায়, এক- গলার পরিধানের মালা, ও দুই- হেরে যাওয়া (ক্রিয়াপদ হিসেবে)। কিন্তু এখন এই 'হার' শব্দের সাথে বিভিন্ন আদ্যপ্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ করলে নতুন অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, 'বি' উপসর্গযোগে এটি হয় 'বিহার' যার অর্থ 'নৌভ্রমণ'; 'প্র' যোগ করে হয় 'প্রহার' যেটি মারা অর্থ নির্দেশ করে; আবার 'অনা' উপসর্গ যুক্ত করে গঠিত হয় 'অনাহার' যার অর্থ দাঁড়ায় 'না খাওয়া' ইত্যাদি। এই উদাহরণ থেকে উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের অর্থদ্যোতনা বা নতুন অর্থময়তার সংশ্লেষ খুঁজে পাওয়া যায় যার দ্বারা উপসর্গযুক্ত মূল শব্দটি অনেক সময় নতুন পদ রূপে পরিচিতি পায়।

২.৩ *উপসর্গের প্রয়োগ ও শব্দের পদগত পরিবর্তন*

ওপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মুক্ত রূপমূলের আদিতে বসে নবগঠিত সাধিত রূপমূলে কখনো পদগত পরিবর্তন সাধিত হয়, আবার কখনো তা

অপরিবর্তিত থাকে। পদের এই পরিবর্তনের বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে উপসর্গকে দুইটি শ্রেণিতে বিভাজন করা হয় (খায়রুন্নাহার ২০০৮: ১৬২)

১. পদ পরিবর্তক (class changing) উপসর্গ, ও
২. পদ রক্ষক (class maintaining) উপসর্গ

উল্লিখিত শ্রেণিবিভাগের ধারাবহিকতায় বলা যায় যে, মুক্ত রূপমূলের সাথে যেসব উপসর্গ যুক্ত হয়ে নবগঠিত রূপমূলের পদগত পরিবর্তন সাধন করে তাকে পদ পরিবর্তক উপসর্গ বলে। অন্যদিকে, যে সমস্ত উপসর্গ সংযুক্ত রূপমূলের পদগত পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখে তাকে পদ রক্ষক উপসর্গ বলে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা 'লাজ' শব্দটি বিশেষ্য হলেও এর সাথে 'স' উপসর্গটি যুক্ত হয়ে যে 'সলাজ' শব্দটি গঠিত হয় সেটি পদগত পরিচয় দাঁড়ায় বিশেষণ রূপে। তাই 'স' উপসর্গটি একটি পদ পরিবর্তক উপসর্গ রূপে পরিচিত। অন্যদিকে, বাংলা ভাষায় প্রচলিত 'কেজো' শব্দটি বিশেষণ। কিন্তু এর সাথে 'অ' উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'অকেজো' তৈরি হলেও এর পদগত পরিচয় বিশেষণ হিসেবেই থেকে যায়। তাই 'অ' একটি পদ রক্ষক উপসর্গ।

৩. ভাষিক উপাদানের কাঠামো পরম্পরা এবং উপসর্গ তথা শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক

১ সংখ্যক ছকটি থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অর্থস্তরে উপনীত হবার জন্যই মূলত ভাষার ধ্বনিস্তর, রূপস্তর বা বাক্যস্তরের অবতারণা। কেননা, ভাষার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে পরস্পরের সাথে সংজ্ঞাপনের এক আন্তর তাগিদ যা দুজন যোগাযোগকারীর মধ্যে অর্থবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তবে উপরিউক্ত পরম্পরা মেনে যে শব্দ উচ্চারিত হয় তার সাথে অর্থের সম্পর্কটি কখনই স্বতঃসিদ্ধ বা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ শব্দার্থ কখনোই অপরিবর্তিত নয়। এ সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, শব্দ খুবই চঞ্চল প্রকৃতির, তার অর্থও চঞ্চল; কারণ সময়ের ব্যবধানে শব্দের অর্থ বিচিত্ররূপে বদলায় (আজাদ ১৯৮৪: ১৫)। অন্যদিকে, ব্লুমফিল্ডের (Bloomfield, 1933:27) মতে, 'মানব উক্তির বিভিন্ন ধ্বনিসমষ্টি বিভিন্নভাবে অর্থবহ। বিশেষ ধ্বনিসমষ্টির সাথে বিশেষ অর্থসমষ্টির সম্পর্ক নির্দেশই ভাষাবিদ্যা'। উল্লেখিত এই সংজ্ঞার্থে বিবৃত 'ধ্বনিসমষ্টির সাথে বিশেষ অর্থসমষ্টির সম্পর্ক নির্দেশই ভাষাবিদ্যা' বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আর এই সম্পর্কটি নির্মাণ করেন সংশ্লিষ্ট ভাষীরা যারা একটা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে এই সম্পর্কটির একটি আপাত স্থায়ী রূপ দেন যার প্রমাণ অভিধানে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে অগডেন ও রিচার্ডস (১৯২৩: ১৮৬) অর্থের সংজ্ঞার্থে বলেছেন, অর্থ হচ্ছে 'অভিধানে কোনো শব্দের

সাথে সংযোজিত অন্যান্য শব্দ'। উপসর্গযুক্ত শব্দের অর্থবোধের ক্ষেত্রেও এই সম্পর্কটি প্রযোজ্য।

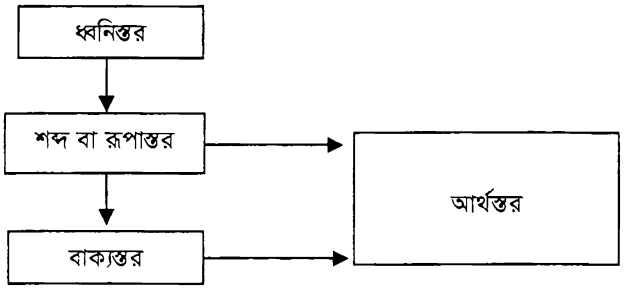

ছক ১: ভাষার কাঠামো (আজাদ ১৯৮৪: ১৮)

৪. বাংলা শব্দে উপসর্গের অর্থগত নির্দিষ্টতা : প্রায়োগার্থিক বিবেচনা

ওপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, উপসর্গযুক্ত শব্দের অভিধান-নির্ভর অর্থ বজায় থাকলেও উপসর্গের আলাদা কোনো অর্থ নেই, বরং প্রযুক্ত শব্দটির অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন-সূচক অর্থময়তা উপসর্গ নামক এই বদ্ধরূপমূলগুলোর মধ্যে নিহিত রয়েছে। তবে বিভিন্ন উপসর্গযুক্ত শব্দগুলো আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক প্রতিবেশে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের ফলে প্রযুক্ত শব্দের অর্থদ্যোতনাটি প্রকারান্তরে সংশ্লিষ্ট উপসর্গকেও সংক্রমিত করে যার ফলে উপসর্গগুলোও অর্থ-সত্তার অধিকারী হয়। আর এভাবেই প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের অর্থপরিচয়হীন উপসর্গগুলি ভাষার বিভিন্ন সংজ্ঞাপন প্রতিবেশে বহুল ব্যবহৃত হওয়ার কারণে আমাদের মনে উপসর্গগুলির অর্থ অনেকটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ সংজ্ঞাপন প্রতিবেশে পুনঃপুন ব্যবহারজনিত কারণে বাংলা উপসর্গগুলোর বিভিন্ন প্রায়োগার্থিক পরিচয় দাঁড়িয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা-ভাষিক সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিনের প্রায়োগার্থিক গুরুত্বের কারণে 'কু' এবং 'সু' - এ দুটি বাংলা উপসর্গ দিয়ে নতুন শব্দ গঠনের আগেই আমরা বুঝতে পারি এগুলি যথাক্রমে নেতিবাচক ও ইতিবাচক অর্থে ভাষায় ব্যবহৃত হয়। নিচের আলোচনায় এই অনুকল্পটিকে আরও স্পষ্টতর করা হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলা উপসর্গ শুধু বাংলা প্রাতিপাদিক বা বাংলা ক্রিয়ামূলকের পূর্বেই ব্যবহৃত হয়। এর সংখ্যা ২৩টি কেননা ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুনীর চৌধুরী প্রমুখের আলোচনায় ২৩টি উপসর্গই ঘুরেফিরে এসেছে। যথা - অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কদ, কু, নি,

পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা, দর, ফি। এই উপসর্গগুলি বিভিন্ন বাংলা শব্দ বা ক্রিয়ামূলের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে ঐসব শাব্দিক উপাদানের যে অর্থগত পরিবর্তন হয় তা নিচের ছকে উপস্থাপিত হল।

উপসর্গ	গঠিত শব্দ	নতুন অর্থ
অ(নেতিবাচক)	অকাল	খারাপ সময়
অঘা (মুর্খ)	অঘারাম	অত্যন্ত বোকা
অজ (পুরাদস্তুর)	অজপাড়াগাঁ	পল্লিগ্রাম
অনা (অভাব)	অনাবৃষ্টি	অপর্যাপ্ত বর্ষণ
আ(নঞর্থ)	আঁছাটা	অকর্তিত
আড় (তির্যক)	আড় নয়ন	বাঁকাদৃষ্টি
আন (অন্য)	আনমনা	অন্যমনস্ক
আব (অস্পষ্টতা)	আবডাল	আড়াল
ইতি (সমাপ্ত/শেষ)	ইতিহাস	প্রাচীন কাহিনি
ঊন (দুর্বল)	ঊনপাজুরে	অতি দুর্বল
কদ (দেহ)	কদাকার	কুরূপ
কু (মন্দ)	কুসংস্কার	ভ্রান্ত ধারণা
নি (নঞর্থ)	নিলাজ	লজ্জাহীন
পাত /পাতি (ছোট)	পাতকুয়া	ছোটকুয়া
বি/বে (বৈপরিত্য)	বিপথ	ভ্রান্তপন্থা
ভর (পূর্ণ)	ভরসাঁঝ	পূর্ণসন্ধ্যা
রাম (বড়)	রামবোকা	অতিশয় নির্বোধ
স/সা (সহকারে)	সরস	রস সহযোগে
সু (শুভ)	সুদিন	সৌভাগ্যর কাল
হা (হীন/হায়)	হাঘরে	গৃহহীন
দর (অল্প)	দরপাকা	অর্ধপক্ব
ফি (প্রত্যেক)	ফি বছর	প্রতি বছর

ছক ২: উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের নতুন অর্থ ধারণ

ওপরের ২ সংখ্যক ছকে উল্লেখিত বাংলা উপসর্গযুক্ত শব্দগুলো নতুন ধারণকৃত অর্থেই বাঙালির দৈনন্দিন সংজ্ঞাপন প্রতিবেশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূলত উল্লেখিত অর্থে উপর্যুপরি ব্যবহারের কারণে উপসর্গ সমেত শব্দগুলির যেমন নতুন অর্থ-ধারণাটি সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি শুধু উপসর্গগুলিও অভিন্ন অর্থে দ্যোতিত হয়। নিচে বিভিন্ন বাংলা উপসর্গের সংজ্ঞাপন প্রতিবেশে ব্যবহারজনিত দ্যোতিত অর্থের পরিচয় উপস্থাপিত হল।

বাংলা উপসর্গের মধ্যে-

১. 'অ', 'আ', 'অনা' সাধারণত নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন- আলুনি, অজানা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি।
২. 'কু' নিন্দনীয় অর্থে প্রযুক্ত হয়, যেমন- কুকাজ, কুদিন, কুকথা ইত্যাদি।
৩. 'নি', 'নির' না অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন- নিখুঁত, নিলাজ, নিরাশ্রয়, প্রভৃতি।
৪. 'পাতি', 'পাত' ব্যবহৃত হয় ক্ষুদ্রার্থে, যেমন- পাতিহাঁস, পাতকুয়া, পাতিকাক ইত্যাদি।
৫. 'ভর' ব্যবহৃত হয় পূর্ণ অর্থে, যেমন- ভরদিন, ভরপেট, ভরসাঁঝ ইত্যাদি।
৬. 'স' সাথে অর্থে এবং 'সু' উৎকৃষ্ট অর্থে ভাষায় প্রযুক্ত হয়, যেমন- সরব, সজোরে, সুজন, সুমন ইত্যাদি।
৭. 'হা' অভাবার্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন- হাভাতে, হাঘরে, হাপুত প্রভৃতি।
৮. 'আন' নতুন বা বিক্ষিপ্ত অর্থে প্রয়োগ ঘটে, যেমন- আনকোরা, আনমনা, আনচান ইত্যাদি।

ওপরের আলোচনায় দেখা যায়, উপসর্গের যদিও স্বাধীন অর্থ নাই কিন্তু ভাষায় নিত্য প্রয়োগ বা বহু ব্যবহারের ফলে আমাদের মনে এগুলি নির্দিষ্ট অর্থধারণা তৈরি হয়ে আছে। ফলে আলুনি, অকাজ, আকাঁড়া, অসুখ, অনাসৃষ্টি প্রভৃতি শব্দের অ, অনা, আ উপসর্গ আমাদের মনে নেতিবাচক অর্থই তৈরি করে। আর এ ধরনের নেতিবাচক অর্থবোধের কারণেই এই উপসর্গ সহযোগে পরবর্তীকালে বাঙালি মাত্রই সংশ্লিষ্ট প্রযুক্ত শব্দের নেতিবাচক অর্থদ্যোতনা বিশিষ্ট নতুন শব্দ তৈরি করতে সমর্থ হয়। একই ভাবে সঠিক, সুজন, সুদিন, সুমন, ভরসাঁঝ, ভরপেট প্রভৃতি শব্দের 'স', 'সু', 'ভর' উপসর্গসমূহ পূর্ণ বা ইতিবাচক বোধ তৈরি করে। তেমনিভাবে কুসঙ্গ, কুকাজ, কুনজর, কুঅভ্যাস শব্দের 'কু' যেমন নিন্দনীয় অর্থে এবং নিখুঁত নিখোঁজ, নিবারণ, প্রভৃতি শব্দের 'নি' না অর্থেই আমাদের মানসপটে সংস্থাপিত রয়েছে।

৫. উপসংহার

উপসর্গ বাংলা শব্দ গঠনের একটি সচেতন ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়া। শব্দের রূপগত সৌন্দর্য বিধানের ক্ষেত্রে উপসর্গের যেমন উপযোগিতা রয়েছে অর্থের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রথাগত ব্যাকরণে উপসর্গ অর্থ পরিচয়হীন হলেও বিভিন্ন শব্দে প্রয়োগজনিত বৈশিষ্ট্যের কারণে আমাদের চেতনাবোধে এরা অর্থহীন নয়, বরং সুনির্দিষ্ট অর্থযুক্ত যা আমাদের বিভিন্ন শব্দের অর্থ অনুধাবনে অধিক সাহায্য করে।

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ন। (১৯৮৪), *বাক্যতত্ত্ব*। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা

খায়রুন্নাহার, খন্দকার। (২০০৮), বাংলা উপসর্গের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা*. বর্ষ ১. সংখ্যা ২. পৃ. ১৫৭-১৬৮

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। (১৯৮৯), *ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকারণ*। কলকাতা: রূপা অ্যান্ড কোম্পানী

চৌধুরী, মনীর ; চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার। (২০০১), বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ। (২০০৩), *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

ভট্টাচার্য, পার্বতীচরণ। (১৯৯৮), *বাংলা ভাষা*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা এজেন্সিস লিমিটেড

হক, মোহাম্মদ এনামুল। (১৯৫৩), *ব্যাকরণ মঞ্জুরী*, ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স

Bloomfield, L . (1968). *Language* . New York: Holt, Rineard and Winston

Nida, E. A. (1965). Morphology. The University of Michigan press, Ann Arbor

Obden, C.K. & Richards, A (1923). The meaning of meaning. Florida : Harcourt Brace Jovarovich, Publisher Printed in the United States of America